

বাহাশুলের বিয়ে

কাজী জহিরুল ইসলাম



ওয়াগন নদীর পেছনে সূর্য ডুবছে। লাল আকাশের ছায়া নদীর পানিতে কাঁপতে কাঁপতে আগুনের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। ক'জন সোয়াজি কিশোরী, ওদের মায়াজরা মুখ অস্তগামী সূর্যের দিকে ফেরানো, হেঁটে যাচ্ছে গ্রামের পথ ধরে। দূরের পামগাছগুলো ওদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের বুক খোলা। গলায় হলুদ, কালো ও নীল রঙের উলের টাসেল জড়ানো। উলের টাসেল ওদের ভার্জিনিটির সনদপত্র। সাবালিকা হওয়ার পর সোয়াজিল্যান্ডের সব কিশোরীকেই এটা পরতে হয়। এই টাসেল বহন করতে হয় কমপক্ষে পাঁচ বছর। এটাই সোয়াজি রাজার হুকুম, দেশের আইন। আইন অমান্যকারীর পিতাকে জরিমানা দিতে হবে একটি গরু অথবা ১৩০০ এ্যামালান্গেনি (প্রায় ১৩০ ডলার)। নাজিফোর পিতার সেই সাধ্য নেই। নইলে এই যন্ত্রণাদায়ক সাপটাকে গলা থেকে কবেই ছুঁড়ে ফেলে দিত। বন্ধুদের এ কথা নাজিফো অনেকবার বলেছে। অন্যরা আঁতকে ওঠে নাজিফোর সাহস দেখে। বলে কি মেয়ে! নাজিফো ঝাঁঝিয়ে ওঠে। তোরা সব ইদুরের বাচ্চা। যা গর্তে গিয়ে লুকিয়ে থাক। দুনিয়া এখন অনেক বদলে গেছে। সোয়াজিল্যান্ডের মেয়েরা ভার্জিনিটি রক্ষা করার জন্য কোনো ছেলের সাথে হাত মেলাতেও পারবে না। আর ওদিকে শকুণটা, আমাদের মহান রাজা, প্রতি বছরই গ্রামে এসে একজন ভার্জিন কিশোরীকে ছেঁ মেরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে ক'টা হলো? তেরটা, জবাব দেয় অন্য একজন। সর্বনাশ, এই মেয়ে কোথায় শিখলো এসব কথা? নিশ্চয়ই জোহান্সবার্গের সাদা হারামীগুলো এসব শিখিয়েছে। এনজিওগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে।

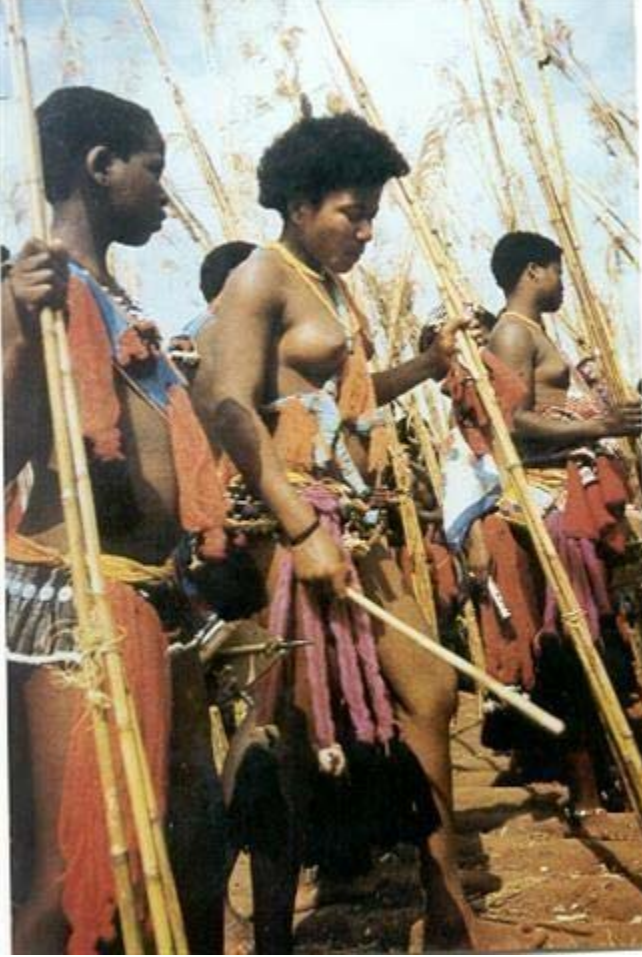
বাহাশুলেকেও এ নিয়ম মানতে হয়েছে। তবে সে অনেকদিন আগেই এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে। আইনের শেকলটা গলা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওয়াগন নদীতে। সেই থেকেই অবাধে হাত মিলিয়েছে, জড়িয়ে ধরেছে প্রিয় পুরুষকে। শুয়েছে যখন ইচ্ছে। একটি কন্যা সন্তানের মা'ও হয়েছে। তবে কে এই কন্যার পিতা, হিসেবটা ও কখনোই বের করতে পারে নি। অনেক ভেবেছে এ নিয়ে। এখন আর ভাবে না। রাজকন্যাদের এসব নিয়ে অতো ভাবতে হয় না। ও শুধু ওর সৎ ভাইটার কথা ভাবে। সোয়াজিল্যান্ডের মহান রাজা, একচ্ছত্র অধিপতি সে এই সতের হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট ভূ-খন্ডের। শুধু কি ভূ-খন্ডের? এই রাজ্যের সকল সুন্দরীদেরও মালিক সে। ভোগ করে যাকে-তাকে,

যখন-তখন। কি মজার আইন। সোয়াজি রাজা যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে। যাকে ইচ্ছে তাকেই। এইডসে ছেয়ে যাচ্ছে দেশ। আর এজন্য দায়ী করা হচ্ছে মেয়েদেরকে। আরো কঠিন কোনো ভার্জিনিটি রক্ষার কায়দা খুঁজছে পুরুষগুলো। রাজাতো সেদিন ঘোষণাই করে দিলেন, সোয়াজিল্যান্ডের মানুষকে এইচআইভি থেকে বাঁচাতে হলে রাজ্যের মেয়েদেরকে আরো কঠিন তপস্যা করতে হবে। নিজেদের ভার্জিনিটি ধরে রাখতে হবে বিয়ের আগ পর্যন্ত। মরণ ব্যাধি এইডস থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়।



রাজার নিষ্ঠুরতার কথা জানে বাহাশুলে। হাকিম নড়ে, তবু রাজার হুকুম নড়ে না। ও জানে এই ঘোষণার ঝাপটা এসে লাগবে রাজ-অন্তঃপুরেও। বাহাশুলে এবার সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। ত্রিশটি বসন্ত পেরিয়ে গেলেও ভরা বর্ষার ওয়াগন এখনো বইছে ওর শরীরে। গত অগাস্টে, উমহলান্সার উৎসবে, ও যখন মুক্ত বক্ষ নিয়ে নাচছিলো, বুভুম্বুর মতো ওকে গিলছিলো ওয়ারিওরগুলো আর সেনা অফিসারগুলো। নাচতে নাচতে যে ওয়ারিওরটি ওর কাছে ছুটে এসে হাত ধরেছিলো, আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যুগল নৃত্যের, খারাপ লাগেনি ওকে। ওর উন্মুক্ত পিঠে ওয়ারিওরটি যখন বাঁ হাতের উষ্ণ তালু চেপে ধরেছিল, বাহাশুলের শরীর তখন কিছুটা কেঁপে ওঠে। একজন সোয়াজি যুবতীর জন্য এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা না। পুরুষ ছোঁবে, জড়িয়ে ধরবে, চুমু খাবে, এটাই স্বাভাবিক। এতে কেঁপে ওঠার কিছু নেই। কিন্তু ওই ওয়ারিওরটি ভিন্ন। কি যেন আছে ওর স্পর্শে। কি মুগ্ধ হয়ে ও দেখছিলো বাহাশুলের ‘মৌ-চাক’ চুলের স্টাইল। যেন চোখ ফিরছিলোই না। সিভাকা নৃত্যে ও নিশ্চয়ই পটু। বহুরঙের ট্রেডিশনাল সোয়াজি পোশাক পরে ও যখন সিভাকা নৃত্যে পেশীর কসরত দেখাবে, চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিতে ভেসে ওঠা নদীর চর দেখাবে, বাহুতে ফুলে ওঠা বুনো ষাড়ের চোচ দেখাবে আর পায়ের পেশীতে ঢোলের তালে তালে পামপাতার কাঁপন দেখাবে তখন কাঁপন ধরবে সোয়াজি যুবতীদের হৃদয়েও।

বাহাশুলে তাকায় দূরে, পাহাড়ের ভেলিতে। যেন গলা বাড়িয়ে দেখতে চায় সূর্যাস্তের পেছনের কোন গ্রাম, যেখানে বাস করে সিংহের মতো স্ফিত বক্ষের সেই বিশেষ ওয়ারিওরটি। কি নাম ওর? জানে না বাহাশুলে। পাহাড়ে-অরণ্যে ঘুরে বেড়ায়। ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধে পরাজিত করে বন গরুদের। তারপর ধরে নিয়ে আসে গ্রামে। পোষ মানায়। নারকেলের দড়ির মতো পাকানো পেশীর ওই ওয়ারিওরটিকেই বিয়ে করে ফেললে কেমন হয়? দুামিনি রাজপরিবার কি এটা মানবে? একজন সাধারণ ওয়ারিয়র হবে রাজজামাতা? এখানেই সমস্যা। এটাই মেনে নিতে পারে না বাহাশুলে। রাজবধূ হতে পারে যে কেউ কিন্তু রাজ-জামাতা হতে পারবে না নিচু গোত্রের ছেলেরা।



সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে অবশেষে বাহাশুলের বিয়ের দিন ঠিক হয়। তরুণ যুবক কোঞ্জানে মাতাসের আনন্দ আর ধরে না। রাজ-জামাতা! এ-যে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। হোক না বাহাশুলে ওর চেয়ে ছয় বছরের বড়। সোয়াজি রাজপরিবারের প্রথা অনুযায়ী রাজকন্যাকে এনজিসা (আয়োজিত বিবাহ) করতে হবে। ভালোবাসার বিয়ে চলবে না। সবুজ সঙ্কত পেয়ে কোঞ্জানে মুরুব্বিদের পাঠায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। রাজ-মাতা (যিনি রাজার অবর্তমানে রাজ্য চালান। কিন্তু তিনি রাজার স্ত্রী কিংবা মা নন, রাজা নির্বাচন কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ‘রাণী মা’, কোন পূর্বতন রাজার প্রথম স্ত্রী) এবং রাজা এতে সম্মতি দিয়ে বাহাশুলের কাছে জানতে চান, কোঞ্জানে তোমাকে স্ত্রীরূপে পেতে চায়, তুমি কি রাজী? সাথে সাথে বাহাশুলে ওয়াকোলা (নিজের চুল শূন্যে তুলে ধরা) করে সম্মতি জানায়। বাহাশুলে জানে ও আসলে সালিওয়াকাতি (আইবুড়ো) হয়ে গেছে। যদিও এ কথা প্রকাশ্যে বলার সাধ্য কারো নেই। রাজকন্যাদের

দেৱীতে বিয়ে করার অধিকার ৰাজ্যের আইনে রয়েছে। সাধাৰণত একত্ৰিশ বছৰ বয়সের সোয়াজি কুমারীৰ সহজে বিয়ে হয় না। হোক না কোঞ্জানে দৱিদ। সে তৰুণ, সিংহপুৰুষ, বাহাশুলেকে নিশ্চয়ই সুখী করতে পাৰবে। বাহাশুলে এ-ও জানে, দু'দিন পৰেই কোঞ্জানে কোন কিশোৰীৰ বিছানায় যাবে। এটাই সোয়াজি যুবকের ধৰ্ম। এক নারীতে ওৱা কখনোই সুখী হয় না।



আজ কুতেকা (বিয়েৰ অনুষ্ঠান)। বাহাশুলেকে স্নান কৰানো হচ্ছে বিশেষ গাছ-গাছডাৰ শেকড় সেদ্ধ পানি দিয়ে। ওৱ গা থেকে বুনো সুঘ্ৰাণ আসছে। লাল একটা মাৰ্বেল পাথৰেৰ ওপৰ দাঁড়িয়ে আছে বাহাশুলে, ৰাজ-অন্তপুৰেৰ বিলাসী স্নানঘৰে। ওপৰে খোলা আকাশ, চাৰপাশে উঁচু পাঁচিল। একটু একটু কৰে ভোৱেৰ আলো ফুটছে। সূৰ্য ওঠাৰ আগেই বিয়েৰ স্নান সেৱে ফেলতে হবে। সামনেৰ বিশাল সুইমিংপুলে সবুজ জলধাৱাৰ কৃত্ৰিম প্ৰবাহ। পুলেৰ পেছনে পাঁচিলঘেৰা দুটি পান্থনিবাস তৈৰী করেছে অপূৰ্ব সূৰ্যালোকচক্ৰ। পাঁচিলেৰ সমান্তৰাল উঁচু নাৱকেলেৰ সাৰি, মৃদুমন্দ হাওয়ায় শন শন বেজে উঠছে নাৱকেল বিথী। পাহাড়ের ভেলি থেকে উঠে আসা ভোৱেৰ ঠান্ডা বাতাসেৰ ঝাপ্টা লাগে ওৱ চোখে-মুখে। সেই বাতাসে ও কোঞ্জানেৰ গায়েৰ গন্ধ পায়। ওৱ শৰীৰেৰ স্পৰ্শ পায়। বাহাশুলেৰ নিৰাবৰণ শৰীৰেৰ দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিগত যৌবনা ৰাজবাড়িৰ স্ত্ৰীলোকেৱা, যাৱা আজ বাহাশুলেৰ বিয়েৰ স্নানেৰ দায়িত্ব পেয়েছেন। ওহিতো আফ্ৰিকা, কালো নারীৰ প্ৰতিকৃতি। ভোৱেৰ আধো-আলো, আধো অন্ধকাৰে হঠাৎ যেন লাল মাৰ্বেলেৰ ওপৰ জ্বলে ওঠে এক দেবীমূৰ্তি। কোজাগৰি আকাশকে পেছনে ফেলে যেন এইমাত্ৰ সোয়াজি ৰাজবাড়িৰ হাম্মামখানায় নেমে এসেছেন এক কল্যাণময়ী কৃষ্ণ দেবী, আফ্ৰিকাৰ নারীজাতিৰ প্ৰতিনিধি। বাহাশুলেৰ উন্মুক্ত বুকু উপুড় কৰা দুটি ৰসভৱা কলস, ৰসেৰ ভাৱে কিছুটা কাঁত হয়ে আছে এবং সমূহ সংঘৰ্ষেৰ আশঙ্কা এড়াতে ৰসেৰ ব্যাপাৰী দু'টিকে দু'দিকে ঠেলে দেওয়াতে যেন ওৱা অভিমানে মুখ ভাৱ কৰে আছে। আৱ সেখান থেকে ৰসেৰ ধাৱা নেমে এসে নাভীৰ ঘূৰ্ণনে তৈৰী করেছে ৰহস্যেৰ ঘোৱ, তাৱপৰ নেমে গেছে নিচে, আৱো অন্তহীন ৰহস্যেৰ সৱোবৰে। ওৱ গায়ে অব্যবহৃত মাটিৰ পাত্ৰ দিয়ে আলতো কৰে বুনো শেকড় ভেজানো পাহাড়ি ঝৰ্ণাৰ জল ঢালছে মহিলাৱা।

স্নানশেষে অন্তৰ্বাসবিহীন সুতিৰ মসৃণ কাপড়ে জড়ানো হয়েছে কনেকে। উঠানেৰ মাঝখানে একটি বড় কাঠেৰ বেদীৰ ওপৰ বসেছে বাহাশুলে। ওকে কেন্দ্ৰ কৰে ঘিৰে আছে দু'পক্ষৰ শ'দুয়েক আত্মীয়স্বজন। ভোৱেৰ সূৰ্য ততোক্ষণে উঠে এসেছে সোয়াজিল্যান্ডেৰ ফসলেৰ মাঠ পেৰিয়ে ৰাজবাড়িৰ উঠানে। প্ৰথা

অনুযায়ী কনে পক্ষের ছেলে-মেয়েরা নাচতে শুরু করে দিল। ঢোলে বোল তুলছে একদল দক্ষ রাজ-ঢুলি আর গাইছে বিয়ের গান। বরপক্ষের কেউ কুতেকায় নাচতে পারবে না, তাই ওরা করতালি দিয়ে উপভোগ করছে কনে পক্ষের নৃত্যগীত। এবার কনেকে আশির্বাদ করার পালা। একে একে প্রথমে দু'পক্ষের মুরুব্বীরা, পরে অন্য আত্মীয়রা বাহাশুলের মুখে, গায়ে লিবোভু (পশুর চর্বি ও কাদার সঙ্গে লাল রঙ মেশানো একটি মিশ্রণ) মেখে দিয়ে আশির্বাদের পালা শেষ করলো। এরপর শাবাঙ্গু মাতসে, কোঞ্জানের মা, তার বড়ছেলের এক বছরের শিশুকন্যাকে তুলে দেয় বাহাশুলের কোলে। শিশুটিকেও লিবোভু মাখিয়ে আশির্বাদ করে মুরুব্বীরা। আজ থেকে এ শিশুর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বাহাশুলের, যতদিন না ও নিজে কোঞ্জানের সন্তানের মা হচ্ছে। যদিও শিশুটির আসল বাবা-মাও আইনগতভাবে ওর পিতা-মাতা থাকবেন। এভাবেই সোয়াজি কনেরা মা হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরী করে নেয়।



উমতসিষার (মূল বিয়ের অনুষ্ঠান) দিন যতোই ঘনিয়ে আসছে বাহাশুলের দৃষ্টিগত ততোই বাড়ছে। কোঞ্জানে কি পারবে রাজ-পরিবারের মান রেখে উপযুক্ত লোবোলো (উপঢৌকন) পাঠাতে? কমপক্ষে দু'শ ছাগল-ভেড়া না পাঠালে কি ওর মতো রাজকন্যার সঠিক দাম দেয়া হবে? সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরের সোমবারে কোঞ্জানে এক'শ ছাগল, এক'শ দশটি ভেড়া আর আটজন রাখাল পাঠিয়ে দেয় রাজবাড়িতে।

ছাগল-ভেড়ার বিশাল পালটির দিকে তাকিয়ে বাহাশুলের চোখে পানি আসে। দূরের ভবিষ্যতের দিকে তাকায় বাহাশুলে। পাহাড়ের ভেলিতে গাছের ওপর একটি কাঠ-দড়ির মাচা। বাতাস নেই, ঝড় নেই, সবাই অবাক হয়ে দেখছে বাওবাব গাছের কান্ডের সাথে বাঁধা একটি মাচা দুলছে অনবরত, দুলছেতো দুলছেই, কিছুতেই আর থামছে না।

৫ আগস্ট, ২০০৬

আবিদজান, আইভরিকোস্ট